মুজিববর্ষে ঝিনাইদহে ৭০৫ গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে

মুজিবর্ষ উপলক্ষে ঝিনাইদহের ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ ঘর। আগামী রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

জেলা প্রশাসক জানান, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচির অধিন জেলায় মোট ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারী ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪’শ ৭ টি ঘর ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। বাকি ঘরগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে।

এ সমস্ত পরিবারের ঘর শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে গ্রোথ সেন্টার ও নিকটবর্তী হাটবাজারের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও খাবার পানির ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান ছাড়াও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, এনডিসি এরফানুল হক চৌধুরীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে জাহানারা

খাতুন (৭০) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃত জাহানারা খাতুন উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের স্ত্রী। তিনি গত ১৭জুন সর্দি কাশি , জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি হন। কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার ডাঃ শামিমা সুলতানা তাকে সন্দেহ জনক ভাবে করোনা পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দেন। পরামর্শের পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হলে করোনা পজিটিভ রেজাল্ট আসে। এরপরে তাকে একই দিনে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে তাকে রেফার করা হলে পরিবারে লোকজন তাকে বাড়ি নিয়ে গেলে রাতে তার মৃত্যু হয়।

শুক্রবার সকাল ১১ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তার জানাজা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা করোনা আক্রান্ত হয়ে জাহানারা খাতুন নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ গত কয়েক দিন যাবৎ হরিনাকুণ্ডুতে আশংকাজনক হারে করোনা সংক্রমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার ২৪ ঘন্টায় উপজেলায় করোনা পজেটিভের সংখ্যা ৭ জন এবং এপর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০১জন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২জন তবে বেশ কয়েক জন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরন করেছেন। উপজেলায় করোনা সংক্রমন রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে দোকান -পাঠ খোলা ও জন সাধারণের চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন কালীগঞ্জ শাখার

নতুন কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বৃহস্পতিবার সকালে আল আমিন প্রি ক্যাডেট স্কুলে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোল্ডেন সান রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু কার্তিক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের মহাসচিব আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান।

এ সময় সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান ও করোনা কালীন সময়ে করনীয় এবং কিন্টারগার্টেন শিক্ষকদের সরকারী সহায়তা পাওয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় । আলোচনা শেষে আল আমিন প্রি ক্যাডেট স্কুলের পরিচালক ইকবাল হোসাইন কে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি ও কোলা বাজার শিশু একাডেমীর পরিচালক রফিকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

কমমিটির অন্যান্যরা হলেন প্রধান উপদেষ্টা নলডাঙ্গা ভূষণ শিশু একাডেমির অধ্যক্ষ শাহী আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি কার্তিক ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি ন্যাশনাল প্রি-ক্যাডেটের প্রধান শিক্ষক কেরামত আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক মান্দারবাড়িয়া আইডিয়ালের প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক বারোবাজার শাপলা প্রি
– ক্যাডেটের প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেন ,কোষাধ্যক্ষ এস বি প্রি
– ক্যাডেটের প্রধান শিক্ষক শামিউজ্জামান বাবু, প্রচার-সম্পাদক বেজপাড়া এজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিপন বিশ্বাস এবং সদস্য হয়েছেন মর্ডান প্রি ক্যাডেটের প্রধান শিক্ষিকা রিংকু খাতুন ও আল আমিন স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা জেসমিন সুলতানা।

ঝিনাইদহে হতদরিদ্রদের মাঝে ঔষধ বিতরণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় ঝিনাইদহে পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র কর্মহীন মানুষের মাঝে ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কানুহরপুর দাখিল মাদ্রাসায় এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক ডাঃ জাহিদ আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ ওয়ালিউর রহমান। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সেলিম হোসেন, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ফিরোজ আহমেদ, ইয়াসমিন, মাদ্রাসার সভাপতি আরিফ আহমেদ জনি সহ স্বানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেবা সংঘের পরিচালক আনিছুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন।

সভাপতিত্ব করেন সেবা সংঘের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু। অনুষ্ঠানে আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি উপস্থিত থেকে ৫০ জন হতদরিদ্র কর্মহীন মানুষের মাঝে ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী, হেল্থ সেনিটাইজার, মাস্ক, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে করোনা প্রতিরোধে করনীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ঝিনাইদহে ৬ পৌর এলাকায় বিশেষ বিধি নিষেধ

করোনার সংক্রমণ রোধে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন সাতদিনের জন্য বিশেষ বিধিনিষেধ জারি করেছে। আগামীকাল শনিবার থেকে ঝিনাদহ পৌরসভাসহ জেলার ৬ পৌর এলাকায় এ বিশেষ বিধিনিষেধ জারি করেন জেলা প্রশাসন।

বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে এক জরুরি

বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিধিনিষেধের মধ্যে সন্ধ্যা ৬টা-সকাল ৬টা পর্যন্ত সকল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

পৌর এলাকার সব রুটে গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। পণ্য পরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ি চলবে। তবে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতে বলা হয়েছে।

এছাড়া মাস্ক ছাড়া বাইরে বের হলে অধিক জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। সর্বশেষ গত ২৪ ঘণ্টায় ১২০ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৪৩ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

এর আগের দিন ৬০ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়। এদের মধ্যে দুইজন মারা গেছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ১৯৭ জন। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৮২৭ জন। এছাড়া করোনায় মারা গেছেন ৬১ জন।

এদিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার লিমন পারভেজ জানান, এক সপ্তাহ আগে আক্রান্তের সংখ্যা কম ছিল। হঠাৎ করে কয়েকদিন থেকে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে অনুমান করা যায়, পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এ চিকিৎসক।

ঝিনাইদহে বেড়েছে করোনা সংক্রমনের হার

ঝিনাইদহে হঠাৎ করে করোনা সংক্রমনের হার বাড়তে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩৪ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। সনাক্তের হার ৫৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। যা বিগত সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশী।

সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে আসা করোনা সনাক্তের ফলাফলে এসেছে। সেখানে ৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩৪ জনের করোনা পজেটিভ হয়েছে।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ হাজার ১শত৫৪ জন। জেলায়

মোট মৃত্যু’র সংখ্যা ৬০ জন। তবে গত ২৪ ঘন্টায় কোটচাদপুর উপজেলায় ১জন মারা গেছে। বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কোভিড ইউনিটে রোগী ভর্তি আছে ১৯ জন।

উপজেলা ভিত্তিক মোট আক্রান্তের সংখ্যা সদরে ১৬৪৭ জন, শৈলকুপায় ৩৬৭ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ১৮১ জন, কোটচাঁদপুরে ১৭০ জন, কালীগঞ্জে ৬৩২জন এবং মহেশপুরে ১৫৭ জন।

কালীগঞ্জে মানসিক প্রতিবন্ধীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের বিহারী মোড় নামক স্থানে আব্দুর রহমান
(৪৬) নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধীর শরীরে দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের বিহারী মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ আব্দুর রহমান শহরের আড়পাড়া এলাকার মুনছুর খানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ৮ টার দিকে বিহারী মোড়ে এসে আব্দুর রহমান হাটাহাটি করছিল। এ সময় সে বিপ্লব নামে একজনের নাম ধরে ডাক দেয়। হঠাৎ হুরাইরা হার্ডওয়ার এর মালিক ও সাবেক কমিশনার মার্জেদ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন আব্দুর রহমানের শরীরে দাহ্য পদার্থ (তারপিন) ঢেলে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় শরীরে আগুন লাগা অবস্থায় এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। পরে এক সেলুন মালিক তার শরীরে একটি তোয়ালে দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

কালীগঞ্জ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুক্তার হোসেন জানান, আব্দুর রহমান একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। শহরের বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে খাবার তুলে খায়। সবাই তাকে পাগল বলেই চেনে। বিভিন্ন সময় সে মানুষের নাম ধরে ডাকে। বিহারী মোড়ের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী বিপ্লব মানসিক প্রতিবন্ধী আব্দুর রহমানের শরীরে দাহ্য

পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা দুঃখজনক।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আহসানুল হক জানান, আব্দুর রহমানের শরীরের ১৭ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, মানসিক প্রতিবন্ধীর শরীরে দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা শুনেছি। অবশ্যই এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্ত বিপ্লবকে আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

কালীগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে করোনায় মাহাবুবুর রহমান (৩৬) নামে এক ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
মাহাবুবুর রহমান কালীগঞ্জ শহরের ১০ তলা ভবনের সালমান ফার্মেসীর স্বত্ত্বাধিকারী ও চৌগাছা উপজেলার বাদেখানপুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। তিনি কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা।
নিহতের ফুফাতো ভাই শাহীন হোসেন জানান, গত তিন দিন আগে ভাইয়ার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজেটিভ আসে। যশোর সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি ছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পথে ফেরীঘাটে মারা যান।
এদিকে, ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় ৬০ নমুনা পরীক্ষায় ৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ঝিনাইদহ সদরে ৭, শৈলকুপায় ৯, কালীগঞ্জে ৭ ও হরিণাকুণ্ডুতে ১১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত ৩১৫৪, সুস্থ হয়েছেন ২৮২০ জন। এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬১ জন।
উল্লেখ্য, সর্বশেষ গত ৪ এপ্রিল ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া গ্রামের রহিমা খাতুন খুলনা মেডিকেল কলেজে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ঝিনাইদহে ভাতিজার মাছের খামার ষড়যন্ত্র করে দখলের চেষ্টা চাচার

ঝিনাইদহে ভাতিজার মাছের খামার নিজের চাচা কৌশলে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহে সদর উপজেলার মামুনশিয়া গ্রামে। গত রবিবার সরেজমিন পরিদর্শন কালে জানা যায়, চাচার উপর ভরসা করে একই গ্রামের মৃত হামিদুর রহমানের ছেলে ভাতিজা ইনতাজ আলী ও আশরাফুল আলম দুই ভাই দীর্ঘদিনের মাছ চাষী চাচা আব্দুল খালেকের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের ওসমান আলী, নহর আলী, আসমত আলী সোহরাব আলী, মহর উদ্দীন ও আব্দুর রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ১০বছরের জন্য প্রতি বিঘা বছরে ১৪হাজার টাকা মূল্যে বর্গা নিয়ে এবং নিজেদের কিছু জমি মিলে ২০ বিঘা জমির উপর ২০১৮ সালের শেষের দিকে গড়ে তোলেন হামিদ এগ্রো ফিসারিজ ফার্ম। তিন বছর ধরে ভালই চলছিল তাদের ব্যবসা। প্রতি বছর পুকুরে খাবার ও মাছের পোনা বাবদ প্রায় ১৫/১৬ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে বেশ লাভ হচ্চিল। এবারোও কর্মসংস্থান ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও লোনের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে পুকুরে বড় বড় মাছের আবাদ করেছে। এরই মাঝে পারিবারিক কিছু ঝামেলার কারণে চাচা ভাতিজার মধ্যে বিবাধের সৃষ্টি হয়।

আর এই সুযোগে বর্গাদারদের নিকট থেকে বর্গার টাকা বাড়িয়ে দিয়ে গোপনে চাচা নিজের নামে ৩বছর পরে বর্গার স্ট্যাম্প লিখে নিয়ে ভাতিজাদের জমি নিজের নামে বর্গা নেওয়া বলে দাবি করে কোর্টে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেছেন। ওই গ্রামের একাধিক ব্যক্তির নিকট জানতে চাইলে তারা বিষয়টি নিয়ে তারা বলেন এই জমিতে পুকুর কাটা থেকে শুরু করে তিন বছর ধরে ইনতাজদের দখলে রয়েছে বলে আমরা সকলেই জানি, এখন হঠাৎ করে শুনছি তার চাচার নামে নতুন করে ষ্ট্যাম্প করে পুকুর দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষটি নিয়ে যে কোন সময় সংঘাত তৈরী হতে পারে তাই স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা চান সকলেই।

এবিষয়ে ভুক্তভোগি ইনতাজ আলী বলেন আমরা চাচার উপর অঘাত বিশ্বাস করে সম্পূর্ন মৌখিক ভাবে বর্গাদারদের নিকট থেকে ১৫বিঘা জমি নিয়ে পুকুর কেটে মাছ চাষ করছি। আমার নামে পানির মোটর স্থাপন করেছি, হামিদ এগ্রো ফিসারিজ নামে একটি ট্রেড লাইসেন্স করে ব্যবসা করে আসছি হঠাৎ চাচার সাথে একটু বিরোধ তৈরী হওয়ায় চাচা আমাদের সাথে সম্পূর্ণ বে ইমানী করে বর্গাদের ম্যানেজ করে গোপনে এবছর স্ট্যাম্প করে আমার খামারে মাছ চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আবেদন করে করেছে । আমি বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ন্যয় বিচার কামনা করছি।

এবিষয়ে চাচা আব্দুল খালেক বিশ্বাস জানান জমির বর্গা আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম কিন্তু জমির মালিকরা ঠিকমত টাকা না পাওয়ায় তারা আমার নামে নতুন করে চুক্তি করে দিয়েছে। এলাকাবাসী সংঘাত নিরসনে প্রশাসন সুদৃষ্টি কামনা করেন।

মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পায়তারা মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্ধি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা (অবঃ) সেনা সদস্য মোঃ হাফিজুর রহমানের জমি দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পায়তারা ও চাঁদাবাজি মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি এবং ষড়যন্ত্রমূলক মানববন্ধনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটি। মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনাতনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধার কন্যা শাহানাজ পারভিন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ্য অবস্থায় আমার মাকে নিয়ে গ্রামে একা থাকেন। আমরা তিন বোন বিয়ের পর স্বামীর সংসার করছি। আর একমাত্র ভাই ঢাকায় চাকুরীরত। ফলে আমার অসুস্থ্য

পিতা-মাতাকে নিয়ে একা বাড়ীতে থাকার সুযোগে গ্রামের চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক মধু মোহন, উৎপল, আমাদের বসত ভিটা থেকে মধু মোহন জমি দখল নিতে না পেরে আমার পিতার নিকট ৫ লক্ষ টাকার চাঁদা দাবী করে। চাঁদা না দিলে ঘর বাড়ি ভেঙ্গে আমাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে দিবে হুমকি দেয়।

পরে আমার পিতা ০৬/০৪/২০২১ তারিখে কোর্টে একটি চাঁদাবাজি মামলা করে, যাহার জি আর মামলা নং- ২১২/২২১। আসামীরা পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর গত ২০/০৫/২১ তারিখে দুপুর বেলা উক্ত মামলার সহযোগী হালিম, কামাল, জসীম, সোনালী, জায়েদ, রেজাউল, ইবরা এদের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০০/১৫০ জন লোক আমাদের বসত ভিটা ঘেরাও করে আমার পিতা মাতাকে মারতে আসে এবং আমার পিতার নাম ধরে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করা সহ দায়ের কৃত মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয়।

সেসময় আমাকে ও আমার ভাইকে খুন জখম করা সহ বাড়ী ঘর লুট পাটের ভয়ভীতি দেখায়। এরপর অন্য জায়গা থেকে লোক ভাড়া করে এনে মানব বন্ধনের নামে আমার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করা সহ সম্মানহানী করে। গ্রামের মানুষদের বোঝাচ্ছে যে তারা কতটা ক্ষমতাশালী এবং আমার পিতা সহ আমাদের নাম ধরে মাইকিং করে চাপ সৃষ্টি করা মানে আমরা যাতে মামলা তুলে নিই। আমরা কেউই আইনের উর্ধে নয়।

আমরা যদি মিথ্যা মামলা করি তাহলে এগুলোকি যবর দখলের ধারা বাহিকতায় ২৫৮ নং মৌজায় ফুরসুন্ধি আমার দাদার জমি যাহার দাগ নং- ৪৬২, কামাল কাজী ভোগ দখল করে আছে, ২৫১ নং দাগটি কহিনুর ভোগ দখলে রেখেছে, ২৪২ নং দাগ আমেনার দখলে, ২৩৮ নং দাগ আছে হাসান ও মসলেমের দখলে, ৩৬৩ নং দাগ থেকে ৭০ হাজার টাকার গাছ বিক্রি করেছে হালিম ও রেজাউল। এই সব দাগের জমি গুলো আমি গত ০৫/০৬/২১ তারিখে আমিন নিয়ে মাপা মাপি করি উক্ত ব্যক্তিরা জমির মাপ মেনেও নেই এবং আমরা জমিতে খুটি পুতে আসি।

জমি মাপার ৪ দিন পর মাইকিং এ শুনি অন্য কথা। ১০/০৫/২১ তারিখে দেখি আবার আমাদের উক্ত জমির উপর পূর্বের ন্যায় ইচ্ছামত রাস্তা ও ঘর নির্মান করেছে। উক্ত আসামীরা জামিনে এসে তাদের সহযোগী জসীম, হালিম, রেজাউল, কামাল, ইবরা ও সোনালী এরা জমি দখল দারদের বলেছে এই জমিতে আসলে মার পিট করে হাত, পা ভেঙ্গে দিবি। আমার পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে শেষ বয়সে এই প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের চাপাচাপিতে মারা যায় তাহলে এই লজ্জা পুরো বাঙ্গালি জাতির।

একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা (অবঃ) সেনা সদস্য হয়েও আমার পিতাকে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। ভূমি দস্যুরা তার জমি যবর দখল করে নিচ্ছে, প্রভাব খাটিয়ে আমার পিতার সম্পত্তি নিজেদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছে অনেকে। আমার একমাত্র ভাই গ্রামে আসতে পারেনা। আমার শরীরে এক বৃন্দ রক্ত থাকতে ও আমার পিতার উপর অন্যায়, নির্যাতন, অসম্মান সহ্য করবোনা। আমার পিতা সেনা গেজেটে একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা।

তিনি আরও বলেন, এ বিষয়টি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী রোকেয়া বেগম।